নূতন ও পুরাতন।

এ জগতে পুরাতনের আদর খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। জিনিষ পুরাতন হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে নূতন পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাজারে দেখা যায় পুরাতন অর্থাৎ Second-hand জিনিষের দাম নূতন অপেক্ষা অনেক কম। দোকানে নূতন জিনিষ Show-case এ বেশ সুন্দর ভাবে সাজান থাকে, কিন্তু পুরাতন জিনিষগুলি এক কোণে স্তূপীকৃত থাকে; ইঁদুরে খাইতেছে কি পোকায় কাটিতেছে তাহা কেহ খোঁজ লয় না। ছেলেদের নূতন জুতা হইলে তাহারা সর্ব্বদাই তাহা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত থাকে, এমন কি শয়ন করিবার সময় বিছানার ধারে মাথার কাছে রাখিয়া দেয়, এক নিমিষের জন্য চোখের অন্তরাল করিতে মন সরে না। বরযাত্রী-দিগের মধ্যে যাঁহাদের নূতন জুতা তাঁহারা জুতা লইয়া এক সঙ্গে আহারে বসেন, তাঁহাদের "হারাই হারাই সদা ভয় হয় হারায়ে ফেলি চকিতে"। কিন্তু যাঁহাদের জুতা পুরাতন, তাঁহারা উহা বাহিরে এক কোণে ফেলিয়া রাখেন এবং কেহ সেদিকে ফিরিয়াও চাহেন না।

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্" বৃদ্ধেরও পুরাতন 'কুঁড়াজালি'তে মন উঠে না, একটা নূতন 'কুঁড়াজালি'র জন্য ছেলেকে রোজ তাগাদা করা হয় এবং নূতনটী পাইলে তাঁহার মালাজপার ধূমও বাড়িয়া যায়। বন্ধু পুরাতন হইলে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে থাকে, কারণ—অতিপরিচয়াদবজ্ঞা, "Familiarity breeds contempt" এবং নূতন আসিয়া আমাদের নয়ন আলো করে, পুরাতন আঁধারে নিভিয়া যায়। এইরূপে দেখা যায় শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের নিকট নূতনের আদর ও কদর বড় বেশী। একটা জিনিষ কিন্তু যতই পুরাতন হয়, তাহার উপর ততই আমাদের টান জন্মে, দিন দিন মায়া পড়িয়া যায়। সেটা আমাদের জীবন। যেমন আমরা শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যের দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হই, জীবনের উপর মমতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়, ততই আমরা জীবনটীকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করি, ভয় হয় পাছে কেহ ছিনাইয়া লয়। তাই দেখি বৃদ্ধের হৃদয়ে মৃত্যুভয় বড় বেশী, আর তাঁহারা অহিফেন ও তুল্যরূপ

সঞ্জীবনী সুধাসেচনে জীবনবৃক্ষটীকে কোন গতিকে খাড়া করাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

আমাদের মধ্যে পুরাতন ও নূতন লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছে। নূতন আসিয়া পুরাতনকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পুরাতন ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ, কিন্তু নূতন নব বলে বলীয়ান্, তাই পুরাতন নূতনের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আমরা সহাস্যে নূতনের উন্নত ললাটে বিজয়-মুকুট পরাইয়া পুরাতনের অবনত মস্তকে পদাঘাত করি ও তাহাকে দূরে অতীতের সেই আবর্জ্জনাময় কূপে নিক্ষেপ করি। কিন্তু সত্য সত্যই পুরাতন কি এত অপদার্থ, পুরাতন কি এত হেয়? পুরাতন কি চিরকালই পুরাতন? এই পুরাতন কি এক সময়ে নূতন ছিল না? যে পুরাতন এখন ঘৃণ্য, যে পুরাতন এখন পদদলিত, যে পুরাতন এখন আমাদের চক্ষুঃশূল, সে পুরাতন কি একসময়ে আদরের সামগ্রী ছিল না? সে পুরাতনকে কি এক সময়ে মাথার মণি করি নাই? সে পুরাতন কি এক সময়ে নয়নের ধ্রুবতারা ছিল না? আর নূতন কি চিরকালই নূতন? এ নূতন কি আর পুরাতন হইবে না? আজ যে নূতনকে সোহাগে বুকে ধারণ করিতেছি, আজ যে নূতনকে জীবনের জীবন করিয়াছি, কাল কি তাহাকে শুষ্ক মালিকার ন্যায় কণ্ঠ হইতে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব না? নূতনের যেরূপ প্রাণ আছে, পুরাতনেরও সেইরূপ প্রাণ আছে। তবে নূতনের প্রাণ কুলু কুলু কল্লোলিনীর ন্যায় তরল ও মুখর, বাতাসের ন্যায় চপল, কিন্তু পুরাতনের প্রাণ দিগন্ত-চুম্বী সাগরের ন্যায় ধীর ও প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় উদার। নূতনের মস্তক গর্ব্বে উন্নত, পুরাতনের শির বিনয়ে মাটিতে নুইয়া পড়িয়াছে। নূতনের মুখে হাসির একটা উজ্জ্বল রেখা ফাটিয়া পড়িতেছে যাহা নয়নকে ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু পুরাতনের মুখে কারুণ্যের একটা কোমল ছায়া ওড়নার মত ঘেরিয়া আছে, দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। নূতন বড় জাঁকজমক-প্রিয়, নূতন আমাদের মন ভুলাইবার জন্য মোহনসাজে সজ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আসল কি নকল ধরা যায় না, কিন্তু পুরাতন শিশুর ন্যায় সরল, তাহার মধ্যে প্রতারণার লেশ-মাত্র নাই।

পুরাতনের মধ্যে যে কত ভাব, কত অন্তরের কথা, কত হৃদয়-ব্যথা লুকান

তাহা নূতন ধারণা করিতে পারে না। নূতনের মাঝে যখন কোন জিনিষ আমাদের নয়নপথে পতিত হয় তখন "Remembrance with all her busy train and turns the past to pain." নিমিষের তরে নূতন ভুলিয়া গিয়া অতীতের অন্ধকারময় গহ্বরে মলিন ও বেদনা-কাতর মুখের উপর একবার দৃষ্টিপাত করি, তখন অস্পষ্ট ছবি নয়নপথে ভাসিয়া যায়, কত অস্ফুট হাসি-কান্নার মিলন আমাদের কর্ণকুহরে বাজিতে থাকে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন তাহার জাতীয় বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া হাস্যমুখে পুরাতনের ক্রোড়ে ছোট মেয়ের মত শয়ন করে, তখন বর্ত্তমান আসিয়া অতীতের হাত ধরে, তখন পুরাতনের উপর নূতনের মোহন তুলি ফুটিয়া উঠে, তখন আমাদের হৃদয়-বীণায় "নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন" এই সুরটী শুধু বাজিতে থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

হিন্দু।

জগতের জাতি সুপ্ত যখন অজ্ঞানতার গভীর স্পর্শে।
জেগেছিলে তুমি তখন হিন্দু, দেশের শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষে॥
জাপান জর্ম্মণ ইংলণ্ড মার্কিণ ছিল যবে মূঢ় "কোলে"র মত।
গাহিল তখন সন্তান তব বেদ বেদাঙ্গ কণ্ঠে শত॥
প্রকৃতির মাঝে প্রথমে হে তুমি পেয়েছিলে খুঁজে দেবের রূপ।
দেবার্চ্চনায় নিয়োজিলে তুমি সর্ব্বপ্রথমে পুষ্প-ধূপ॥
গগনে পবনে পত্রে পুষ্পে নিরখিলে তুমি ঐশী শক্তি।
সার্ব্বজনীন করুণার ভাব শিখাইলে জীবে প্রেমভক্তি॥
দেবতার পূজা বিবিধ বর্ণে শিখাইলে তুমি বিশ্ব-মাঝ।
মানব-শরীরে উপকার কত গায়ত্রী জপিলে সকাল-সাঁঝ॥
মূর্খ জনের শিক্ষার হেতু রচিলে কত না পুরাণ-তন্ত্র।
সাক্ষাৎ ফল-বর্ষণকারী বিবিধ প্রকার সিদ্ধ মন্ত্র॥